সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৩৭তম বর্ষ ❑ ৪র্থ-৫ম সংখ্যা ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২১ ❑ ৪ পৃষ্ঠা

ধানের মাঠে গ্রীন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তি এবং এডাব্লিউডি পদ্ধতির দক্ষতাবিষয়ক কর্মশালা

ফসল উৎপাদন বিশেষত ধানের উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণ পানি এবং ইউরিয়া সার ব্যবহৃত হয়। ছিটিয়ে ইউরিয়া প্রয়োগের ফলে সেখান থেকে মিথেনসহ অন্যান্য গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গত হয় যা ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এগুলো সবই বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ এবং জলবায়ুর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে আইএফডিসি (IFDC), বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আপি (AAPI) প্রকল্পের আওতায় গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন এবং পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে সহায়তা করছে USAID। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে ধানের মাঠে ইউরিয়া ছিটিয়ে প্রয়োগের ফলে সাধারণ অপচয়ের পাশাপাশি মিথেন ও অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাস নির্গত হয় অনেক বেশি অথচ গুটি ইউরিয়া প্রয়োগে ক্ষতিকর গ্রীন হাউস গ্যাসের নির্গমন অনেক কম। আবার যেসব জমিতে গুটি ইউরিয়ার সাথে সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি অর্থাৎ এডব্লিউডি (AWD) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হয় না বললেই চলে।

এ গবেষণা কাজ পরিচালনার জন্য ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি গবেষণাগার স্থাপন করা হয় যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২৪ ঘন্টাজুড়ে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ বিষয়ে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে। এ গবেষণাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় গুটি ইউরিয়া *(৩য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)*

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'ধানের মাঠে গ্রীন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তি এবং এ ডাব্লিউ ডি পদ্ধতির দক্ষতা বিষয়ক' কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

সার্ক দেশগুলোর নারিকেলের ক্ষতিকর মাকড় দমনে দুই দিনের আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ কর্মশালার উদ্বোধন

সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টার (এসএসি) ঢাকার উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) এবং কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের (কেজিএফ) যৌথ সহযোগিতায় Regional consultation workshop on Mite management of coconut in SAARC member countries বিষয়ে দুই দিনব্যাপী (১০-১১ আগস্ট' ১৪) একটি বিশেষজ্ঞ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়েছে। বিএআরসি, ফার্মগেট, ঢাকার কনফারেন্স রুমে বিশেষজ্ঞ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস. এম. নাজমুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. মো. কামাল উদ্দিন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ড. মো. রফিকুল ইসলাম মন্ডল, মহাপরিচালক, বিএআরআই, সম্মানিত অতিথি হিসেবে কেজিএফের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. নুরুল আলম বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ ও সার্ক এগ্রিকালচার সেন্টারের (এসএসি) সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম উপস্থাপন করেন এসএসির পরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। কর্মশালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের ওপর বক্তব্য রাখেন এসএসি'র সিনিয়র প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট (উদ্যানতত্ত্ব) নাসরিন আক্তার লিটু। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতের তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কে. রামারাজু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস. এম. নাজমুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে নারিকেলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক বেশি। নারিকেল চাষের মাধ্যমে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া ছাড়াও এটি পুষ্টির চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। তবে নারিকেলের মাকড়ের আক্রমণে ফলনে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব *(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)*

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বিশেষজ্ঞ কর্মশালার উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম

পাট খাত সংস্কারে মহাপরিকল্পনা

দেশের ঝিমিয়ে পড়া পাট খাতের আধুনিকায়নে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। এ পরিকল্পনার আওতায় পাটকল সংস্কার, পণ্যের বৈচিত্র্যায়ন, কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ করা হবে। এ লক্ষ্য পূরণে প্রাথমিকভাবে দেশের সরকারি ২৬টি পাটকলের আধুনিকায়নে ঋণ দেবে চীন।

পাট মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মহাপরিকল্পনার আওতায় প্রথমে সরকারি মিলগুলোকে আধুনিকায়ন করা হবে। *(৪র্থ পৃষ্ঠা ২য় কলাম)*

গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো 'সেচের পানি, মাটি ও ধানে আর্সেনিক : এর প্রতিকার' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা

-কৃষিবিদ মো. আরিফুর রহমান

১৮ আগস্ট গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি ডিপার্টমেন্টের সহায়তায় কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে পরিচালিত 'Food for Progress Project' এর উদ্যোগে 'সেচের পানি, মাটি ও ধানে আর্সেনিক : এর প্রতিকার' শীর্ষক দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে *(৩য় পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)*

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন

- মো. লিয়াকত আলী, এআইও, কুতসা, পাবনা

পাবনা সদর উপজেলার প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে খরিফ-২ আমন মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বীজ ও সার বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন ৬ জুলাই উপজেলার হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমান আমন মৌসুমে আমন ধানের চাষ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের আমন চাষে সহায়তা প্রদান করাই ছিল এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা রায়হানা ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন *(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)*

গাবতলীতে আউশ ধান চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে

বগুড়ার গাবতলী উপজেলাতে আউশ ধান চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে । বৃষ্টির পানি থাকায় এখন সবার মন ভালো। ধান চাষে কৃষকরা এখন দিনরাত মাঠে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কৃষি অধিদপ্তর সূত্র জানায়, এ মৌসুমে উপজেলাতে আউশ ধান চাষের ল্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২-৮০ হেক্টর জমিতে। যার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১ হাজার মেট্রিক টন। কৃষি বিভাগ আশা করছেন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। এছাড়াও গাবতলী ইছামতি *(৪র্থ পৃষ্ঠা ৪র্থ কলাম)*

বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সংবাদ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় রোপা আমনের প্রণোদনা বিতরণ

-তুষার কুমার সাহা, এআইসিও, কৃতসা, রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, খরিফ-২ মৌসুমে জেলার পাঁচটি উপজেলায় এবার ৫৩,৫০০ হেক্টর জমিতে রোপা আমনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে চাষাবাদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে কৃষকরা আদর্শ বীজতলা তৈরি করে বীজতলায় রোপা আমনের প্রণোদনার বীজ পেয়ে বীজ ফেলেছে। কৃষিবান্ধব সরকার বিগত বছরের মতো এবারও সারা দেশে রোপা আমন ও রোপা নেরিকা চাষে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বীজ ও সার প্রদান করেছে। এরই অংশ হিসেবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পাঁচটি উপজেলায় কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় রোপা আমন ও রোপা নেরিকা চাষে প্রণোদনা সহায়তার জন্য সর্বমোট ১৬,৪৭,৭৭৫.২২ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। এরই মধ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও কৃষি বিভাগের মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে রোপা আমন ও রোপা নেরিকা চাষের জন্য ১.৬৬৫ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি নির্বাচন ও অনুমোদন করে তালিকা প্রকাশ করে। অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক রোপা আমন ও রোপা নেরিকা চাষসহ সদর উপজেলায় ৩০০ জন, শিবগঞ্জ উপজেলায় ১০০ জন, গোমস্তাপুর উপজেলায় ৪৭৫ জন, নাচোল উপজেলায় ৬৬০ জন ও ভোলাহাট উপজেলায় ১৩০ জন রোপা আমন ও রোপা নেরিকা চাষিকে প্রণোদনা প্রদান করা হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. সাইফুল ইসলাম জানান, প্রত্যেক রোপা আমন ও রোপা নেরিকা চাষিকে প্রতি বিঘার জন্য উফশী আমন বীজ ৫ কেজি এবং নেরিকা ধান চাষাবাদের জন্য ১০ কেজি বীজ এবং প্রত্যেক চাষিকে বীজের সঙ্গে ডিএপি সার ২০ কেজি ও এমওপি সার ১০ কেজি প্রদান করা হয়েছে।

নওগাঁ জেলায় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

-মো. দেলোয়ার হোসেন, টিপি, কৃতসা, রাজশাহী

নওগাঁ জেলা প্রশাসন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে ৭ দিনব্যাপী ফলদ ও বনজ বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং বৃক্ষমেলা-২০১৪ গত ৫ আগস্ট নওগাঁ নওজোয়ান মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। নওগাঁ জেলার জেলা প্রশাসক মো. এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন নওগাঁ-৫ (সদর) আসনের সাংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুল মালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলার পুলিশ সুপার মো. কাইয়ুমুজ্জামান খান ও রাজশাহীর বিভাগীয় বন কর্মকর্তা অজিত কুমার রুদ্র।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হচ্ছে খাদ্য। জমি থেকে ক্রমবর্ধমান মানুষের খাদ্যের জোগান দেয় কৃষি। তাই মানুষের খাদ্য চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সময় উপযোগী ফলদ ও বনজ বৃক্ষমেলা কৃষকসহ আপামর জনসাধারণকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তিনি ফলদ ও বনজ বৃক্ষের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, বৃক্ষ জীবন রক্ষাকারী অক্সিজেন, কাঠ, জ্বালানি, কাগজ তৈরির কাঁচামাল, মাটি ক্ষয়রোধ, রাস্তার সৌন্দর্যবর্ধনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করে পরিবেশ রক্ষা করে। কাজেই সবাইকে ফলদ, বনজ ও ঔষধি বৃক্ষ রোপণে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

নওগাঁ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ এসএম নুরুজ্জামান মন্ডল বলেন, কৃষক তথা সব স্তরের জনগণ এ ঐতিহ্যবাহী মেলার মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় ফলদ বৃক্ষের অবদান ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সহজে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা নিতে পারবে এবং বৃক্ষ রোপণের উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে।

মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বন বিভাগ, বিএমডিএ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারিসহ মোট ৩১টি স্টল অংশগ্রহণ করে এবং সন্ধ্যায় কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাজশাহী কৃষি উন্নয়নমূলক চলচিত্র প্রদর্শন করে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সাত দিনব্যাপী ফলদ ও বনজ বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

-আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার,কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাজশাহী

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শিশু পার্কে গত ১৯ আগস্ট ৭ দিনব্যাপী ফলদ ও বনজ বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের জেলা প্রশাসক মো. জাহাঙ্গীর কবির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি বলেন, ফলদ ও বনজ বৃক্ষের অবদান কম-বেশি আমরা সবাই অবগত। কাজেই দেশ তথা জাতির স্বার্থে কৃষক শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী, আবাল-বৃদ্ধ জনতাকে বৃক্ষ রোপণে উৎসাহিত করে যে কোনো সুবিধাজনক স্থানে বেশি করে বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

গংগাচড়ায় কৃষি প্রযুক্তি ও ফলদ বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

–মো. শফিকুল ইসলাম সানু, এআইসিও, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর।

রংপুরের গংগাচড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি সম্প্রসারণ অদিদপ্তরের উদ্যোগে ২০ আগস্ট পাঁচ দিনব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি ও ফলদ বৃক্ষমেলা ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। মেলা উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আলহাজ মসিউর রহমান রাঙ্গা এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. তৌহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি সুস্বাস্থ্যের জন্য খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন করে বেশি করে দেশি ফল গ্রহণ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নিজ বসতবাড়িতে অন্ততঃ একটি ফলদ, একটি বনজ ও একটি ঔষধি গাছের চারা লাগানোর আহ্বান জানান। প্রধান অতিথি বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে চারা বিতরণ করেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস রংপুর অঞ্চলের সহায়তায় বিভিন্ন ব্যানার-ফেস্টুন দিয়ে মেলা প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত করা হয়। আলোচনা সভা শেষে প্রধান অতিথি মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। এ সময় অন্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম। মেলায় নার্সারি ও কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কীয় প্রায় ২৫টি স্টল স্থাপন করা হয়। মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় কৃষি তথ্য সার্ভিসের গংগাচড়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের সহযোগিতায় কৃষিবিষয়ক সিনেমা শো প্রদর্শন করা হয়।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলায় কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ

- তপন কুমার পাল, আঞ্চলিক পরিচালক, আইএআইএস প্রকল্প, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাঙ্গামাটি

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের উদ্যোগে ২০ আগস্ট পূর্বাঞ্চলীয় সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় পর্যায়) খরিফ-২ মৌসুমে প্রদর্শনী চাষিদের মাঝে প্রদর্শনীর চারা-কলম, সার ও কীটনাশক বিতরণ করা হয়। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ রমনী কান্তি চাকমা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক পরিচালক কৃষিবিদ তপন কুমার পাল প্রমুখ।

রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ আপ্রু মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ও প্রদর্শনীভুক্ত কৃষক-কৃষাণীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আবাদি জমির পরিমাণ কম। মিশ্র ফল বাগান স্থাপন বা মসলা জাতীয় ফসল চাষের মাধ্যমে কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকরা তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারেন। তাই বিতরণকৃত চারা-কলমগুলোকে যথা নিয়মে রোপণ ও পরিচর্যার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা চারা রোপণ পদ্ধতি ও পরিচর্যা বিষয়ের ওপর বিস্তারিত আলাপ করেন।

এ প্রসঙ্গে আলাপকালে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান চলতি বছর খরিফ-২ মৌসুমে প্রকল্পের আওতায় ৩০টি প্রদর্শনী স্থাপনের কাজ চলছে। এ প্রদর্শনীগুলোর মধ্যে রয়েছে ধানের জাত প্রদর্শনী ৬ টি, বীজ ব্যবস্থাপনা ৪ টি, সার ব্যবস্থাপনা ৫টি, উদ্যান ফসল প্রদর্শনী ৫টি, কম্পোস্ট সার প্রদর্শনী ৫টি এবং অপ্রচলিত ফল প্রদর্শনী ৫টি।

রাঙ্গামাটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ রমনী কান্তি চাকমা প্রদর্শনী চাষিদের মাঝে কৃষি উপকরণ বিতরণ করেন

কোয়েল পালনে আলিয়া বেগমের সাফল্য

ফরিদপুরের আলিয়া বেগম ৮০০ কোয়েল পাখির একটি খামার এবং আটটি হাইব্রিড গরুর একটি দুধের খামারের মালিক। আছে ছয় একর কৃষিজমি, যার দুই একরে খামারের জন্য ঘাসের চাষ হয়। বাকি চার একরে আবাদ হয় ধান, পাটসহ অন্যান্য ফসল। কৃষিজমি, গরুর খামার ও পাখি পালন করে গত বছর তার মোট আয় দাঁড়ায় ৯ লাখ টাকা।

আর এরই স্বীকৃতি তিনি পেলেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের কাছ থেকে। ব্যাংকটি তাকে পুরস্কৃত করেছে বর্ষাসেরা নারী কৃষক হিসেবে।

আলিয়ার মতো কৃষি খাতের উন্নয়নে কাজ করছেন এমন কৃষক ও কৃষি প্রতিষ্ঠানকেও কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কৃত করেছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক। রাজধানীর একটি হোটেলে ১৯ আগস্ট মঙ্গলবার রাতে তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

-বিজ্ঞপ্তি।

রাজশাহীর পুঠিয়ায় ফলদ বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

-মো. এরশাদ আলী, এআইসিও, কৃতসা, রাজশাহী

রাজশাহী জেলার পুঠিয়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ১৮ আগস্ট ৪ দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষমেলা উপজেলা পরিষদ চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুঠিয়া খোন্দকার ফরহাদ আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন রাজশাহী-৫ (দুর্গাপুর, পুঠিয়া) আসনের সংসদ সদস্য এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ মো. আবদুল ওয়াদুদ (দারা)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুঠিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলহাজ আনোয়ারুল ইসলাম (জুম্মা) ও ভাইস চেয়ারম্যান আহমদুল্লাহ।

প্রধান অতিথি বলেন, ফল একটি স্বাস্থ্য রক্ষাকারী খাদ্য। যে কোন ফলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ, শর্করা ও যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন থাকে যা মানুষের দেহে শক্তি সরবরাহ ও দৈহিক গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। কাজেই প্রতিদিন কিছু না কিছু ফল খেতে হবে আর এজন্য বাড়িতে সব রকমের ফলের গাছ থাকা প্রয়োজন। তিনি একটি বাড়ি একটি খামার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে কৃষকদের আরও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান।

৪ দিনব্যাপী মেলায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বন বিভাগ, বিএমডিএ, মৎস্য বিভাগ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন নার্সারিসহ ২০টি স্টল অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও ৫০০ জন কৃষক-কিষাণী উপস্থিত ছিলেন।

দিনাজপুর ঘোড়াঘাটের বলাহারে এআইসিসি কৃষি উন্নয়ন ক্লাব উদ্বোধন

-মো. এমদাদুল হক, এআইসিও, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রংপুর

গত ২১ আগস্ট দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার বলাহারে মাঝিয়ানা রূপশিপাড়া এআইসিসি উদ্বোধন করা হয়। বলাহার উচ্চবিদ্যালয়ের সভাপতি মো. শাহ ওয়াদুদ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. আবদুল হান্নান, উপপরিচালক, কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিকিল চন্দ্র বিশ্বাস, অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষণ), কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তর, দিনাজপুর।

প্রধান অতিথি বলেন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে কৃষিবান্ধব সরকার ই-কৃষি বাস্তবায়নে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করেছে, কৃষিকে ডিজিটাল কৃষিতে রূপান্তরিত করছে। প্রধান অতিথি আরও বলেন, কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকরা তাদের ফসল উৎপাদন ও সমস্যার সমাধান পাবে। কৃষি তথ্য

রাজশাহী-৫ আসনের সংসদ সদস্য এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আলহাজ মো. আবদুল ওয়াদুদ (দারা) ফিতা কেটে ফলদ বৃক্ষ মেলার উদ্বোধন করেন

ও যোগাযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে যে কোনো তথ্য দ্রুত সময়ে পাওয়া যাবে এবং এলাকার সব কৃষক কৃষাণী উপকৃত হবে। অনুষ্ঠানে এআইসিসির কৃষক ও কৃষাণীসহ এলাকার প্রায় ৫০০ কৃষক, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন দপ্তরের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

সাঁথিয়ায় পাঁচ দিনব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধন

এ কে এম রেজাউল ইসলাম, সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ, কৃতসা, পাবনা

'দেশি ফলে অনেক গুণ, নেইকো জুড়ি তার, স্বাদে অর্থে তুলনাহীন পুষ্টি কিংবা আহার' এ প্রতিপাদ্যের আলোকে জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সাঁথিয়া উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে ৭ আগস্ট ৫ দিনব্যাপী এক বৃক্ষমেলার উদ্বোধন সাঁথিয়া উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

সাঁথিয়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৃক্ষমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও পাবনা-১ আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মুহাম্মদ মোখলেছুর রহমান ও সাঁথিয়া উপজেলা শাখা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক মো. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ।

মেলার প্রধান অতিথি সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শামসুল হক টুকু বলেন, বৃক্ষরাজি ফলমূল জালানি ও কাঠ সরবরাহের পাশাপাশি মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে নানা ধরনের সহায়তা করে যাচ্ছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও নির্মল অক্সিজেন প্রদান করে মানবকুলকে পৃথিবীতে টিকিয়ে রাখছে। তিনি আরও বলেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে চীনকে ছাড়িয়ে যাবে। কৃষিবান্ধব সরকার সে লক্ষ্যেই কৃষকদের সহায়তা করে যাচ্ছে।

সভাপতির বক্তব্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম বলেন, দেশের পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব পড়েছে সেটা থেকে পরিত্রাণের জন্য বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। তিনি উপস্থিত সবাইকে বাড়ির আনাচে কানাচে বৃক্ষরোপণের উদাত্ত আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর আগে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি উপজেলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়। অনুষ্ঠান শেষে প্রধান অতিথি উপস্থিত ৩ হাজার ৮শ ৫০ জন কৃষকের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেন।

পাবনার বাগচীপাড়ায় নেরিকা ধানের ফলন নির্ণয়

এ কে এম রেজাউল ইসলাম, সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ, কৃতসা, পাবনা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও পরিসংখ্যান ব্যুরো যৌথ উদ্যেগে ৪ আগস্ট জেলার সদর উপজেলার বাগচীপাড়া ধানের ফলন নির্ণয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গত দুই বছর নেরিকা ০১ ও ১০ জাতের বীজ কৃষকদের চাষ করতে দেয়া হয়। নেরিকা চাষ করে আশানুরূপ ফলন না পেয়ে কৃষকের অনীহাভাব প্রকাশ পায়। নেরিকা মিউট্যান্ট জাতের বীজ কৃষকদের নতুন ভাবে সরবরাহ করা হয়। এ জাতের ভালো ফলন হয়েছে। কৃষক জানান নেরিকা জাতের ধান খরা ও বৃষ্টি নির্ভর হওয়ায় গত মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ফলন ভালো পাওয়া গিয়েছে । বিঘাপ্রতি ১৫.০৫ মণ ধান ফলন পাওয়া গিয়েছে। ফসল কর্তনের সময় কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ঈশ্বরদীতে বৃক্ষমেলা অনুষ্ঠিত

এ কে এম রেজাউল ইসলাম, সহকারী প্রদর্শনী বিশেষজ্ঞ, কৃতসা, পাবনা

গত ৯ আগস্ট ঈশ্বরদী উপজেলা উদ্যান নার্সারিতে বৃক্ষমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে উপজেলা কৃষি বিভাগ ও উপজেলা প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের ভূমিমন্ত্রী শামসুর রহমান শরীফ ডিলু এমপি।

প্রধান অতিথি বলেন, এদেশের কৃষকরাই হচ্ছে দেশের প্রাণ। আগে ১ বিঘা জমিতে ৭-৮ মণ ধান উৎপাদন হয়েছে আর এখন ওই ১ বিঘা জমিতে ২৫-৩০ মণ ধান উৎপাদন করেন। ঈশ্বরদীর কৃষকরা অনেক বেশি উন্নত জাতের চাষাবাদ করে তারা তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তিনি পুষ্টির অভাব পূরণের লক্ষ্যে প্রতি কৃষককে একটি ফলদ, একটি বনজ ও একটি ঔষধি গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রা করার আহ্বান জানান।

ধানের মাঠে গ্রীন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং এডব্লিউডি প্রযুক্তির সাথে ব্যবহারের ফলে এর দক্ষতা আরো বেড়ে যায়। এ ফলাফল আগামী দিনে পরিবেশবান্ধব চাষাবাদে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন।

২৬ আগস্ট ২০১৪ তারিখে 'ধানের মাঠে গ্রীন হাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণে গুটি ইউরিয়া প্রযুক্তি এবং এডব্লিউডি পদ্ধতির দক্ষতা বিষয়ক' একটি জাতীয় কর্মশালা বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক ড. মো. কামালউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম এবং ইউএসআইডির মিশন ডিরেক্টর মিজ জেনিনা জারুজালেস্কি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইএফডিসির আবাসিক প্রতিনিধি ইশরাত জাহান।

কারিগরী অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (IRRI) এর সিনিয়র বিজ্ঞানী এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ কনসোর্টিয়ামের সমন্বয়কারী ড. রেইনার ওয়াসম্যান। দুই দিনের এ ওয়ার্কশপে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার প্রায় দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নেন -বিজ্ঞপ্তি।

গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত হলো 'সেচের পানি, মাটি ও ধানে আর্সেনিক : এর প্রতিকার' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিত ছিলেন মো. মুজিবুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল অঞ্চল। সভাপতির বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জন এম. ডাক্সবারী বলেন, বন্যার পানির কারণে মাটিতে আর্সেনিক দ্রবীভূত হয় যা সব দানা ফসলের মধ্যে বিশেষ করে ধানে বেশি পাওয়া যায়। এছাড়াও অতিরিক্ত ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচে ব্যবহারের জন্য মাটিতে আর্সেনিক বেড়ে যায়।

কর্মশালায় পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বিআরআরআই ও এসআরআই বিশেষজ্ঞরা আর্সেনিকের ওপর তাদের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। তারা আর্সেনিক ও লবণাক্ততার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে 'ব্রিধান ৪৭' চাষের পরামর্শ দেন । উল্লেখ্য যে, পানিতে আর্সেনিকের আন্তর্জাতিক সহনীয় মাত্রা .০১ পিপিএম যা বাংলাদেশে .০৫ পিপিএম। যেখানে খাবার দ্রব্যে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা .০২ পিপিএম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. জিকেএম মোস্তাফিজুর রহমান কারিগরি সেশনের সারাংশে বলেন, আমাদের সাদা ভাত খেতে হবে এবং রান্নার আগে কয়েকবার চাল ধৌত করলে প্রায় ৭০% আর্সেনিক দূর করা সম্ভব।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর ও শরিয়তপুর জেলার উপপরিচালকরা। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. জালাল উদ্দিন ও কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

সেচের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি-চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

Cornell University, USA ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের Food for Progress প্রজেক্টের উদ্যোগে গত ১৯ আগস্ট 'Arsenic in irrigation water-soil-rice: Challenges for mitigation' বিষয়ক এক কর্মশালা সাতক্ষীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, উপপরিচালকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর অঞ্চলের সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আবদুল আজিজ, ডিএই, বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ শেখ হেমায়েত হোসেন, অধ্যক্ষ, এটিআই, দৌলতপুর খুলনা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন Prof. John M. Duxbury, Cornell University, USA। উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি চাষাবাদে বিশেষ করে ধান চাষে আর্সেনিক যুক্ত পানি দ্বারা সেচের সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা, উৎপাদিত ফসলে এর উপস্থিতি, বিষাক্ততা এবং এর ফলে জনস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব নিয়ে কথা বলেন। কারিগরি সেশনে বিষয়ভিত্তিক চারটি পেপারে সমস্যা মোকাবিলায় বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় চারটি জেলার কৃষি কর্মকর্তা, বিএআরআই, ব্রি এর কৃষি বিজ্ঞানী, এসআরডিআই ও এআইএস এর কৃষি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। –বিজ্ঞপ্তি

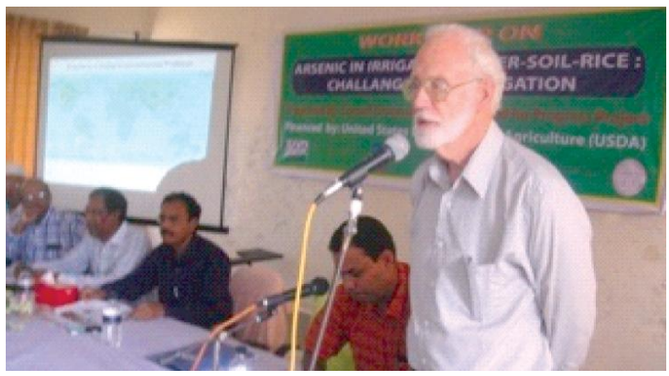

'Arsenic in irrigation water-soil-rice: Challenges for mitigation' বিষয়ক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন Prof. John M. Duxbury, Cornell University, USA

সার্ক দেশগুলোর নারিকেলের ক্ষতিকর মাকড় দমনে দুই দিনের আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞ কর্মশালার উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পড়ে। কৃষি সচিব আশা করেন, বাংলাদেশ ও সার্ক দেশগুলোর বিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াসের মাধ্যমে এ মাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধে কার্যকর পন্থা উদ্ভাবিত হবে। তিনি কর্মশালার সাফল্য কামনা করে এর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। কর্মশালায় উপস্থিত বিজ্ঞানীরা জানান, চোখে দেখা যায় না ক্ষুদ্র এক প্রকার মাকড় (Mites) কচি নারিকেলের খোলের উপর বোঁটার কাছে বৃতির নিচে নিরাপদে অবস্থান করে ভ্রূণ বরাবর নরম অংশ হতে রস চুষে নেয়। এতে ফলের গায়ে হলদে সাদাটে মোচাকৃতি দাগ পড়ে এবং তা পরে খোলের উপর বাদামি দাগে রূপ নেয়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ক্ষতের আকার বৃদ্ধি পেয়ে আঁচড় কাটা ফাটা দাগের সৃষ্টি হয়। নারিকেল বিকৃত হয়ে আকারে ছোট ও শক্ত হয়ে যায়। মাকড়ের আক্রমণে ফলন ১৭ থেকে ২৫ ভাগ কমে যায় এবং আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা প্রায় ৭০ থেকে ৮০ ভাগ। ফলের বয়স ছয় মাসের বেশি হলে মাকড় অন্য কোন কচি ফলের কাঁদিতে চলে যায়। গাছে ফল না থাকলে কচি পাতায় অবস্থান নেয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের দেশের কৃষকরা নারিকেলে এ ধরনের সমস্যা আগে তেমন দেখেননি। অনেকে মনে করেন মোবাইল টাওয়ারের কারণে নারিকেল এভাবে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে। নারিকেলে এ ধরনের ক্ষতি বা বিকৃতির সাথে মোবাইল ফোন টাওয়ারের কোন সম্পর্ক নেই। ভারত, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশে এ মাকড়ের আক্রমণ ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। নারিকেলের মাকড় দমনে আইপিএম বা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে কার্যকর বলে বিজ্ঞানীগণ মতপ্রকাশ করেন। এজন্য বিজ্ঞানীদের পরামর্শ হচ্ছে, শীতের আগে আক্রান্ত গাছের ফুল ও ৬ মাস বয়স পর্যন্ত সব ফল কেটে আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে। এরপর ওমাইট নামক মাকড়নাশক ১.৫ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে কচিপাতাসহ গাছের মাথা ৩-৪ বার দুইমাস অন্তর স্প্রে করতে হবে। একই সাথে গাছে সুষম সার দিতে হবে। প্রতিবার সার দেয়ার সময় অন্যান্য সারের সাথে গাছপ্রতি ৫০০ গ্রাম নিমের খৈল দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, মাকড় নিয়ন্ত্রণ হলেও গাছে মাকড় আক্রান্ত দাগ পড়া যেসব নারিকেল থাকে তা ক্ষত নিয়েই বড় হতে থাকে। পরবর্তীতে গাছে নতুন কাঁদি আসলে তাতে দাগমুক্ত নারিকেল হয়। আশেপাশে আক্রান্ত গাছ থাকলে মাকড়ের আক্রমণ আবার দেখা দিতে পারে। তাই এলাকাভিত্তিক মাকড় দমন কার্যক্রম গ্রহণ করলে সবচেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। কর্মশালায় সার্কভুক্ত বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, মালদ্বীপ, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার নারিকেল চাষ ও উৎপাদন বিষয়ক প্রায় পঞ্চাশজন বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। –বিজ্ঞপ্তি

পাট খাত সংস্কারে মহাপরিকল্পনা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চটের বস্তা ও চটের ব্যাগ ছাড়াও জিন্স কাপড়, সোফার কাপড়, এমনকি মেডিকেলের ব্যান্ডেজের কাপড়সহ ব্যবহার উপযোগী নানা পণ্য তৈরি করা হবে এসব মিলে।

সূত্র জানায় বাংলাদেশের আবহাওয়ায় কয়েক লাখ হেক্টর জমি পাট চাষের উপযুক্ত। এর মধ্যে প্রায় ৬৫ হাজার হেক্টর জমি রয়েছে যেখানে পাট ছাড়া অন্য কোনো ফসল করা যায় না। পাটের দুর্দিনের কারণে এবং পাটের প্রকৃত মূল্য না পাওয়ায় চাষিরা পাট উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।

নতুন পরিকল্পনার আওতায় সরকারি মিলগুলোতে কৃষকরা যাতে সরকারি পাট বিক্রি করতে পারেন এজন্য চীনের সঙ্গে করা সমঝোতা চুক্তিতে এ বিষয়ে একটি নির্দেশনা রাখা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ শামসুল কিবরিয়া বলেন, 'পাট খাতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি আমরা এমন উদ্যোগ নিচ্ছি যাতে কৃষকরা সরাসরি পাটকলগুলোয় তাদের উৎপাদিত কাঁচাপাট বিক্রি করতে পারবেন। তিনি বলেন, যে পাট নিয়ে সরকারের এত পরিকল্পনা নেই পাটের উৎপাদনকারীদের মূল্যায়ন করা না হলে এ খাতে প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই সরকার কৃষকদের পাটের প্রকৃত মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কাজ করছে। মন্ত্রণালয় জানায়, চীনের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী পাটকলগুলোয় প্রথমে টেক্সমাটেক কোম্পানি একটি সমীক্ষা করবে। তারপর তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার মধ্যে সরকারি ২৬টি পাটকলকে আধুনিক প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসা হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বর্তমানের উৎপাদিত চটের বস্তা, চটের ব্যাগ, কার্পেট, বিভিন্ন ধরনের পাটের সুতাসহ পণ্য ঠিক রেখে নতুন নতুন পণ্য উৎপাদনে যাবে পাটকলগুলো।

এ দিকে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড, রাশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিবেশবান্ধব পাটের বদলে এত দিন প্লাস্টিক ফাইবার পণ্য ব্যবহার করে আসছিল। পাটকলগুলো আধুনিকায়ন করা হলে এর নতুন নতুন পণ্য বিদেশের বাজারে গুরুত্ব পাবে। তারা জানান, চীনের বড় বড় নদীর বাঁধ নির্মাণে দেশটির সরকার এখন প্লাস্টিকের বস্তার পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব পাটের বস্তা ব্যবহারের উদ্যোগ নিয়েছে। আর এজন্যই বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পাট খাতে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে চীন। বিজ্ঞপ্তি।

বিসিএস (কৃষি) অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের সংবর্ধনা ও ঈদ পুনর্মিলনী

কৃষিবিদ নাসরিন নাহিদ

বিসিএস (কৃষি) অ্যাসোসিয়েশন যশোর অঞ্চলের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সংবর্ধনা ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. আবদুল মান্নান, খামারবাড়ি, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. মহসিন মিয়া, সহ-সভাপতি, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, ডিএই, খামারবাড়ি, ঢাকা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যশোর অঞ্চলের সম্মানিত অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. আবদুল আজিজ অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত বিসিএস কৃষি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের ফুলের মালা দিয়ে বরন করেন অত্র অঞ্চলের কৃষি কর্মকর্তারা। স্বাগত বক্তব্য শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের কাছে যশোর অঞ্চলের কর্মকর্তারা তাদের প্রত্যাশা তুলে ধরেন। এ উপলক্ষে একটি সুন্দর তথ্য নির্ভর স্মরণিকা 'মাটির টান' প্রকাশিত হয়। যশোর অঞ্চলের সব বিসিএস (কৃষি) ক্যাডার কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সংবর্ধনা ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানটি যথাযথ আনন্দের সঙ্গে সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বিসিএস (কৃষি) অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্যদের সংবর্ধনা ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষিদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাবনার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ এবিএম মোস্তাফিজার রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিবিদ এবিএম মোস্তাফিজার রহমান বলেন, কৃষি এবং কৃষকবান্ধব সরকার উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে আউশ মৌসুমে প্রণোদনা সহায়তা দান করেছেন কৃষকদের মাঝে। এবারও আমন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী বীজ ও সার বিতরণ করছেন প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মাঝে। যথাচিতভাবে প্রযুক্তি সহায়তা এবং আর্থিক সহায়তার সম্মিলন ঘটিয়ে উৎপাদন বাড়ানো যায় অনায়াসে। তিনি কৃষকদের মাঝে সার ও বীজ বিতরণকালে যথাযথভাবে এর ব্যবহার নিশ্চিত করার পরামর্শ প্রদান করেন।

গাবতলীতে আউশ ধান চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে

নদীতে জেগে উঠা জমিতে ধান চাষ করা হচ্ছে। তবে দিনমজুর সংকট হওয়ায় তাদের মজুরি বেড়েছে। তবুও কৃষকরা পুরোদমে আউশ ও আমন ধানের চারা রোপণের কাজ করছেন। এদিকে কৃষি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় লাল তীর সিড লিমিটেডের আয়োজনে নেপালতলীর চামুরপাড়া গ্রামে আউশ ধান চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ সভা করা হয়। এতে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার উত্তম কুমার কবিরাজ, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম, লাল তীর সিড লিমিটেডের মার্কেটিং অফিসার মেহেদী হাসান চৌধুরী, মাহফুজার রহমান প্রমুখ। এছাড়াও কৃষক মাঠ স্কুল ও কৃষকদের নিয়ে আউশ ধান চাষবিষয়ক উঠান বৈঠকসহ কৃষি প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা হচ্ছে। ফলে দিন দিন আউশ ধান চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে। রামেশ্বরপুর আকন্দপাড়ার কৃষক রবিউল জানান, ধানের চারা, সার, পানি পাওয়ায় আমরা আউশ ধান চাষ করছি। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলম জানান, সারের সংকট নেই। ফলে কৃষক এ বছরে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে আউশ ধান চাষ করছে। উপজেলা কৃষি অফিসার উত্তম কুমার কবিরাজ জানান, আউশ ধান চাষে কৃষকদের পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা করা হচ্ছে। এ বছর ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। – বিজ্ঞপ্তি

সম্পাদক : কৃষিবিদ সৈয়দ খোরশেদ জাফরী, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, কম্পিউটার গ্রাফিক্স: শিল্পী নূর ইসলাম,লোগো ডিজাইন: শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ
কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত